তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরন (আইইএম) ইউনিট

নিম্ন স্বাক্ষরতার হার এবং অন্যান্য আর্থ- সামাজিক সূচকের নিম্ন অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি একটি সফল সর্মসূচি। জম্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে মোট প্রজননহার হ্রাস এর বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধারাবাহিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ, সরকারি ও বেসকারি কার্যক্রমের সমন্বয়, শক্তিশালী তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কার্যক্রম এবং মাঠ প্রশাসনের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বিগত চার দশক ধরে এ দেশে অত্যন্ত সফল বলে প্রমাণিত। গৃহীত যোগাযোগ কার্যক্রমের ফলে জম্মনিরোধক ব্যবহারের হার ও ছোট পরিবার গঠণের প্রতি মানুষের ঝোঁক বেড়েছে। মোট প্রজনন হার, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার, শ্বসতন্ত্রের অসুস্থতা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা কমেছে। তাছাড়া নিরাপদ মাতৃত্ব, শুধু মাতৃদুগ্ধ পান, নবজাতকের যত্ন, বয়ঃসন্ধিকালীন যত্ন, লিঙ্গ সমতা, সর্বজনিন টীকাদান ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সূচনালগ্ন হতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন আইইএম ইউনিট তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক এ কার্যক্রম সারাদেশে পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ কার্যক্রমের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকেও সমান গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। সওরের দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ বেতারে এবং আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে পৃথক জনসংখ্যা সেল খোলা হয়। আইইএম ইউনিটের অর্থায়নে তখন থেকেই বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা ও এইচআইভি/ এইডস এসকল বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা ও অন্য ১১টি উপকেন্দ্র) প্রতিদিন প্রায় ৩৬০ মিনিট প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। একই বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন ২৫ মিনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা সেল পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার, সরাসরি অনুষ্ঠান ফোন ইন, উদ্বুদ্ধকরণমূলক গান, ডকুমেন্টরী ইভেন্টস, ছোট গল্প ও জিংগেল অন্যতম। বাংলাদেশ টেলিভিশন যেসকল অনুষ্ঠান প্রচার করে তার মধ্যে সিনেমা, টিভি-স্পট, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, টক-শো , নাটক, ধারাবাহিক নাটক, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও মিউজিক ভিডিও অন্যতম।

আইইএম ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত আইইসি অপারেশন প্ল্যানের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির আই ই সি অপারেশনাল প্ল্যানের অন্তর্গত কার্যক্রমের আওতায় আইইএম ইউনিট কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ইউএনএফপিএ, ইউএসএআইডি এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এর সাথে যৌথভাবেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবেক সকল কার্যক্রমই আইইসি অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত-

- উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মননশীলতার উম্মেষ;
- দক্ষতা উন্নয়ন ও লজিস্টিক্স সহায়তা;
- তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক সামগ্রী তৈরী, বিতরণ ও প্রদর্শন;
- তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;
- গণ মাধ্যমের জন্য যোগাযোগ উপকরণ প্রস্তুত ও সম্প্রচার।

আইইসি অপারেশনাল প্ল্যানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহঃ

- তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণের যথাযথ যোগান দেয়া এবং দেশে বর্তমান পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দীর্ঘ মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিষয়ে মানুষের নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন এবং পুরুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।
- যথাযথ কারণ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ছেড়ে দেয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় আইইসি সামগ্রী সরবরাহ করা এবং ক্লায়েন্টদের পছন্দমত বিকল্প পদ্ধতি বেছে নিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়তা করা।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ছেড়ে দেয়া রেপাধকল্পে প্রয়োজনীয় আইইসি সামগ্রী সরবরাহ করা এবং ক্লায়েন্টদের পছন্দমত বিকল্প পদ্ধতি বেছে নিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়তা করা।
- পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে নব বিবাহিত ও কম সন্তান বিশিষ্ট দম্পতিদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা।
- কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বাল্য বিবাহের কুফল বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা এবং পরিণত বয়সে বিয়ের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সাথে সাথে এইচআইভ/ এইডসসহ যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কনডম ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা।
- আইইএম ইউনিটের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইইসি কার্যক্রম বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- দুর্গম এলাকায় (চরাঞ্চল, পাহাড়, উপকুলীয় এলাকা, হাওড়-বাওড়) আইইসি কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।
- দুর্গম এলাকার বাসিন্দা বিশেষতঃ দম্পতি, শহুরে বস্তিবাসি, অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং অতিমাএায় রক্ষণশীল চেতনার মানুষের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক আইইসি বার্তা পৌঁছানো।
- নারী ও শিশু নির্যাতন, লিঙ্গ সমতা, বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য এসকল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন আইইসি প্রচারণা ও কার্যক্রমে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অংশীদারীত্ব উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন স্থানীয় সরকার ও সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগিদের নিয়ে যৌথ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।
- কাউন্সেলিং, উদ্বুদ্ধকরণ ও মানসম্মত সেবা প্রদানে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত সেবা প্রদানকারীদের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রহণ।

আইসি অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রমসমূহ:

- স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি, বিলম্বে বিবাহ, নবজাতকের যত্ন, মায়ের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচারণা।
- নব বিবাহিত ও কম সন্তান বিশিষ্ট দম্পতিদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য,প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং জন্মবিরতিকরণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনষ্ঠান।
- ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, ধর্মীয় নেতা, স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও বিলম্বে বিবাহ বিষয়ে ওরিয়েন্টশন সভার আয়োজন।
- সেবা প্রদানকারীদের জন্য আন্তঃব্যক্তিক যোগযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার আয়োজন।
- পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, ব্রোশিউর ও ফ্লিপচার্ট-এসকল উপাদান তৈরী ও বিতরণ।
- বিলবোর্ড ও হোর্ডিংপ্রদর্শন।

- সারা দেশব্যাপি চলচ্চিএ প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ টি জোনে বিভক্ত করে অডিও-ভিজুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে, বস্তি ও দুর্গম এলাকায় চলচ্চিএ প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালনা।
- স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিএ, ডকুমেন্টরী সিনেমা, টিভি নাটক, টিভি-স্পট, টিভি ম্যাগাজিন ও পথ নাটক তেরী, পম্প্রচার ও প্রদর্শন।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার, বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যালেন এবং এফএম রেডিও-র মাধ্যমে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্যও পুষ্টি বিষয়ে গণযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা।
- লোক গান, জারীগান, যাএা, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা এসবের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এসকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা।
- স্থানীয় শিল্পী/কলা- কুশলীদের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় সাতটি বিভাগীয় শহরে পরিবার পরিকল্পনা , মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং লিঙ্গ সমতা বিষয়ে মিউজিক্যাল শো'র আয়োজন।